আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় -

ইতিহাস বিভাগ

Semester-4, CC-10

অনন্ত চন্দ

জায়গিরদারী ব্যবস্থার সঙ্কট

মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিগত গুনাবলী, শাসনযন্ত্রের দক্ষতা ও সর্বোপরি সামরিক ক্ষমতার উপর। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই মুঘল শাসকদের অধঃপতন ও সামরিক দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। এই সঙ্কটের পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে দায়ী ছিল মনসবদারী তথা জায়গিরদারী ব্যবস্থার স্বাভাবিক ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি। মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মচারীরা মনসবদার নামে পরিচিত ছিলেন। আকবরের সময়ে চালু হওয়া এই ব্যবস্থায় যাঁরা নগদ অর্থে বেতন পেতেন, তাঁদের বলা হত 'মনসবদার-ই-নগদি', বাকি মনসবদারদের জন্যে স্থির করা হত নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ড বা বন্দর বা সেইরকম এলাকার রাজস্ব, তাকে সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের 80% ছিল জায়গির।

জায়গিরদারদের নিয়োগ করতেন সম্রাট। তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু উপজাতীয় ও ধর্মীয়-উপাদানের সৃষ্টি হয়। বিদেশী জায়গিরদাররা যখনই মুঘল শাসনব্যবস্থায় নিজেদের একটি ঘাঁটির বন্দোবস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখনই পুরাতন জায়গিরদারদের সঙ্গে তাদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। আবার ঔরঙ্গজেবের আমলে অনেক দক্ষিণী মনসবদার দাক্ষিণাত্যের বাইরে জায়গির লাভ করে অনেক ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। আসলে মুঘল রাষ্ট্র পরিকাঠামোয় জায়গিরদারদের মধ্যে বৈচিত্র্যময় অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, যা অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বাতাবরণে আর ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। Muzaffar Alam এবং Sanjay Subramanyam সম্পাদিত 'The Mughal state (1526-1750)' গ্রন্থে সপ্তদশ শতকের শেষ

Scanned by CamScanner

এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে উদ্ভূত জায়গীরদারী সমস্যার ব্যাখ্যায় Satish chandra তাঁর 'Review of the crisis of the Jagirdari System' নিবন্ধে বলেছেন মনসবদের আকাঙ্খা অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান বজায় রেখে যুদ্ধ ও প্রশাসনিক খরচ চালাবার মতো উদ্বৃত্ত সামরিক সম্পদের অপ্রতুলতা ছিল একটি। পশ্চিমী দেশের মতো ভারতবর্ষেও এইসময় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়, অন্যদিকে অভিজাতশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় এবং প্রত্যাশাও বেড়ে যায়। M. Athar Ali তাঁর 'The Mughal Nobility under Aurangzeb' গ্রন্থে দেখিয়েছেন সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের বাজারে বিলাস সামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এর প্রবাহ পশ্চিমদিকের বাজারে বেশী করে বইতে ~~[illegible]~~ থাকল, ফলে ভারতবর্ষ, ইরান প্রভৃতি দেশে এইধরনের জিনিসের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় রাজকর্মচারীদের আয় ও বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু কৃষি থেকে আয় বৃদ্ধির কোনও উপায় তো ছিলই না, উপরন্তু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় নির্ধারিত 'জমা'-র পরিমাণ কমছিল এবং তার সঙ্গে আদায়ীকৃত রাজস্ব বা 'হাসিলের'- ~~[illegible]~~ পার্থক্য বাড়ছিল, এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট জায়গীরের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকায় এবং মনসবদারের সংখ্যা বাড়তে থাকায় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়, এই দ্বন্দ্বকে আরও তীব্রতর করল জায়গীরের অসম বন্টন এবং মুষ্টিমেয় মনসবদারের হাতে ভারসাম্যহীন কেন্দ্রীকরণ।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই 'জমা' ও 'হাসিল'-এর পার্থক্য জায়গীরদারী ব্যবস্থায় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, জায়গীরদাররা পুরো সওয়ার না রাখার ফলে সামরিক শক্তি হ্রাস পেলে অনেকক্ষেত্রে তারা নিজের জায়গীর থেকে ফৌজদারের সাহায্য ছাড়া রাজস্ব আদায় করতে পারত না। তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রাক্তন জায়গীরদার। 1595-1637 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মনসবদারদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল, আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'-তে

জায়গীর স্বীকার করেছেন, তিনি দরাজ হস্তে মনসব বিতরণ করেছিলেন। Irfan Habib তাঁর 'The Agrarian System of Mughal India (1556-1707)' গ্রন্থে দেখিয়েছেন 1605-1621 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উচ্চ মনসবদারের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এইসময়ে হাজারী বা তদূর্ধ্ব জাতপদাধিকারী মনসবদারদের সওয়ার মনসবপদের বৃদ্ধি ঘটেছিল প্রায় 66% হারে। এর ফলে কোষাগারে চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শাহজাহান মাসিক হার চালু করেও এই সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। ঔরঙ্গজেবের সময় দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের ফলে বহু সংখ্যক দাক্ষিণী সামরিক নেতাকে মনসবদার পদে নিয়োগ করতে হয়েছিল যাতে তারা শত্রুপক্ষের দলে যোগ না দেয়। এছাড়াও অনেক মনসবদারই উর্বর উত্তর ভারতে জায়গীর লাভে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, তাঁদের সংখ্যাধিক্যের ফলে ঔরঙ্গজেবের আমলে অনেক মনসবদারই জায়গীরবিহীন হয়ে পড়েন। J.F. Richards তাঁর 'The Mughal Empire' গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতির ফলেই জায়গীরে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ 23% বেড়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব এই সমস্তকে জায়গীরে পরিণত না করে খালিসা জমিতে পরিণত করেন বা দাক্ষিণাত্যের মনসবদারদের দিলেন বা সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করলেন। বাকি অনুর্বর অঞ্চল যেসকল অ-দাক্ষিণী মনসবদার জায়গীর লাভ করলেন, সেগুলি ছিল মূলত অকার্যকর জায়গীর। তা সত্ত্বেও তিনি 1695 ও 1697 খ্রীষ্টাব্দে প্রায় 17 লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে সক্ষম 'পায়বাকি' এলাকাকে খালিসাতে পরিণত করেন। সতীশচন্দ্রের মতে, এই ধরনের নীতি ব্যাপকভাবে জায়গীরদারী সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল।

জায়গীরের অভাব এবং উৎকৃষ্ট জায়গীরের জন্য রেষারেষি মুঘল অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে সুপ্ত বিভেদকে গোষ্ঠীগুলিকে 'ইরানী', 'তুরানী', 'হিন্দুস্থানী' প্রভৃতি উস্কিয়ে তোলার ফলে সৃষ্টি হয়

গোষ্ঠীর অর্ন্তদ্বন্দ্ব, সব গোষ্ঠীই চেষ্টা করতে লাগল 'মীর-বকসী'র মতো গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের উপর প্রভাব খাটিয়ে বা সম্রাটকে প্রভাবিত করে মনসবতন্ত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে। আবার অধ্যাপক N. A. Siddiqi তাঁর 'Land Revenue Administration under the Mughals (1700-1750)' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বেহিসেবী মনসবদার সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল মনসবদারী ব্যবস্থার আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জায়গীরের বদলের এবং কেন্দ্রীয় আইনের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতদের সন্তুষ্ট রাখা ও তাদের সর্বোচ্চ আনুগত্য লাভের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে এই প্রথা গুরুত্ব পেয়েছিল, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হয়েছিল উল্টো। আবার অধ্যাপক গৌতম ভদ্র তাঁর 'মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন জমিদাররাও তাদের অধিকার ছাড়তে একচুল রাজী ছিল না, এইরকম পরিস্থিতিতে অষ্টাদশ শতকের আর্থিক সঙ্কট ও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার দ্বৈত আঘাতে অবস্থা চলে গেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অনেকক্ষেত্রে ইজারাদারী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটল, যা কৃষকদের উপর অত্যাচারকে আরও বাড়ালো, ফলে ক্ষোভ বাড়লো জমিদার ও কৃষক বিদ্রোহ এবং জাঠ, মারাঠা, বুন্দেলাদের বিদ্রোহ, সাম্রাজ্য তার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। এই অসমাবর্তির সামনে জায়গীরদারী ব্যবস্থার দুর্বলতা, ত্রুটি, অসারতা ও অকার্যকারিতা কিছুটা ভূমিকা পালন করেছিল, এর জন্য দরকার ছিল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং তা ছিল কোনও একজন সম্রাটের সাধ্যের বাইরে।

Scanned by CamScanner